সমকাল

0 3 FEB 2026

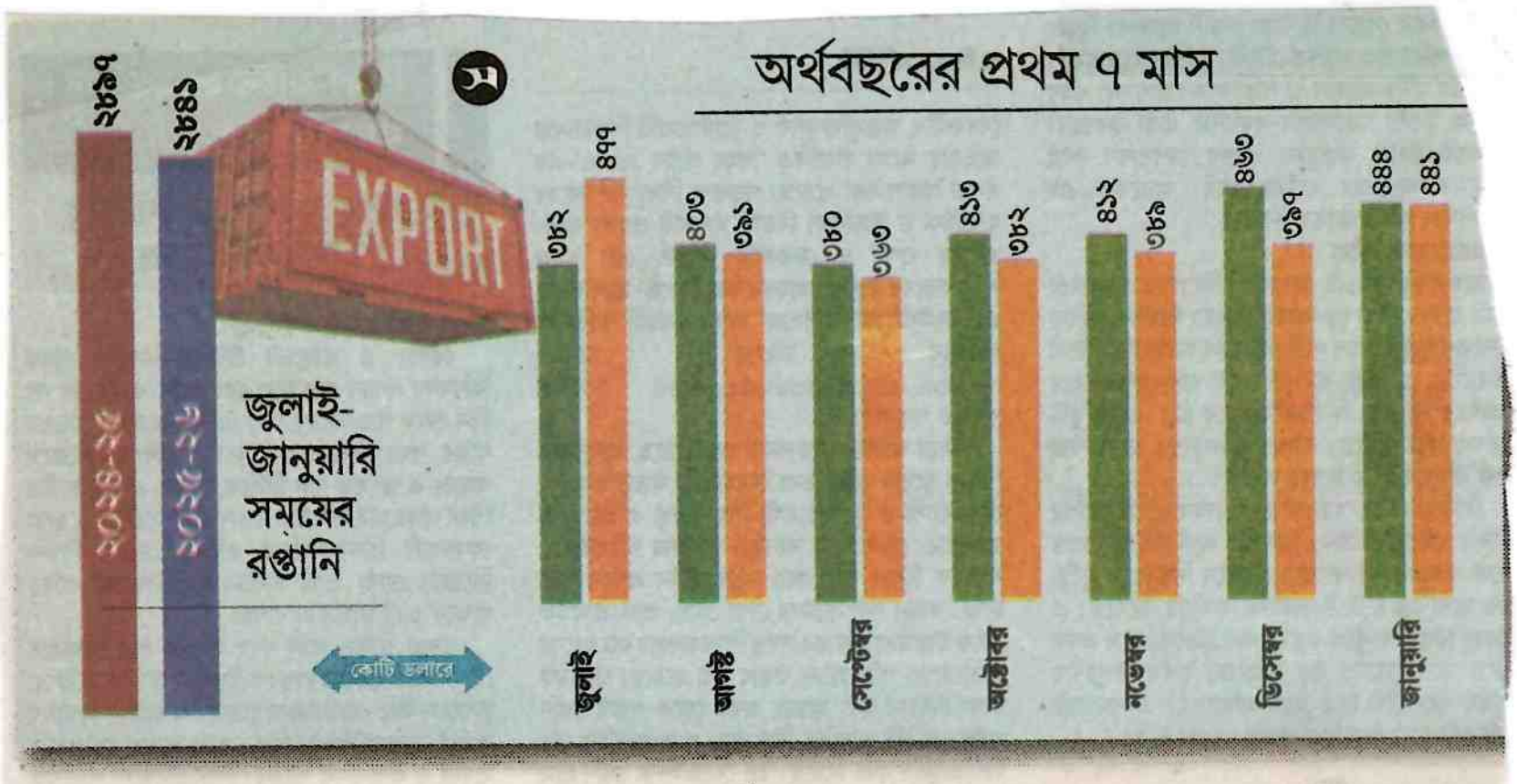

রপ্তানি কমলো টানা ৬ মাস

■ সমকাল প্রতিবেদক

রপ্তানিতে পতন চলছেই। টানা পতন ছয় মাসে গড়াল। সদ্য সমাপ্ত জানুয়ারি মাসে রপ্তানি আয় গত বছরের একই মাসের চেয়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ কমছে। রপ্তানি কমার এই প্রবণতা চলছে গত বছরের আগস্ট থেকে। তবে রপ্তানি হ্রাস অব্যাহত থাকলেও নিম্নমুখী গতি কিছুটা কমে এসেছে। জানুয়ারি মাসে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৪১ কোটি ডলারের কিছু বেশি। গত ডিসেম্বর মাসে রপ্তানি কমেছিল ১৪ শতাংশ। ওই মাসে রপ্তানি হয়েছিল ৩৯৭ কোটি ডলারের। অর্থাৎ ডিসেম্বরের চেয়ে জানুয়ারিতে রপ্তানি বেশি হয়েছে ৪৪ কোটি ডলার।

ডিসেম্বরের চেয়ে জানুয়ারিতে রপ্তানি বেশি হয়েছে ১১ শতাংশ। আগের মাসের তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধির এই প্রবণতা গত নভেম্বরে শুরু হয়। গত নভেম্বরে অক্টোবরের চেয়ে রপ্তানি ২ শতাংশ বেশি হয়। ডিসেম্বরে রপ্তানি নভেম্বরের চেয়ে বেশি হয় ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

রপ্তানি প্রবণতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, আগের মাসের চেয়ে পরপর তিন মাস রপ্তানি বাড়ার এই প্রবণতার মধ্যেও আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হওয়ার কারণ হচ্ছে– গত বছরের এই তিন মাসের রপ্তানিতে মজবুত ভিত্তি ছিল। অর্থাৎ গত বছর এই তিন মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রপ্তানি হয়। যেমন– গত বছরের নভেম্বরে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬ শতাংশ। ডিসেম্বরে আরও বেড়ে হয় ১৮ শতাংশ। গত বছরের জানুয়ারিতে এই হার ছিল ৬ শতাংশের মতো।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল সোমবার রপ্তানির হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই মাস থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রথম সাত মাসে রপ্তানি আয় আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ কম হয়েছে। রপ্তানি আয় এসেছে ২ হাজার ৮৪১ কোটি ডলারের। গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল দুই হাজার ৮৯৭ কোটি ডলার। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরের গত সাত মাসে আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে কম হয়েছে ৫৫ কোটি ডলার।

> রপ্তানি কমার এই প্রবণতা চলছে গত বছরের আগস্ট থেকে। তবে ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে রপ্তানি আয় বেড়েছে

রপ্তানি খাতের এই পরিস্থিতির কারণ জানতে চাইলে মোটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মাসুদ কবীর গতকাল সমকালকে বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সময়মতো পণ্য বুঝে পেতে বিলম্ব বা অনিশ্চয়তা থেকে অনেক ব্র্যান্ড-ক্রেতা রপ্তানি আদেশ ধরে রেখেছে। কেউ স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে কম রপ্তানি আদেশ দিচ্ছে। এর বাইরে মার্কিন পাল্টা শুল্কের কারণে বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে অনেক দেশেই চাহিদা কমেছে। বিশেষ করে একক রাষ্ট্র হিসেবে প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় সেখানে ভোক্তা পর্যায়ে ভোগ ক্ষমতা কমেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সাধারণত মৌলিক পোশাক করে থাকে। এসব আইটেমের ভোক্তাদের ক্রয়সক্ষমতা তুলনামূলক আরও কিছুটা কম। পাল্টা শুল্কের কারণে এ ক্ষেত্রে শুল্কভার এখন ৩৬ শতাংশ। বাড়তি ব্যয় ভোক্তাদের জন্য কিছুটা অসহনীয়। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে গতি কম। মৌলিক পোশাক উৎপাদন করে দেশের এ রকম কারখানাগুলো এখন সংকটে আছে। এ ছাড়া পাল্টা শুল্কের কারণে ভোক্তাদের আচরণেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। একটা ভোক্তা শ্রেণি সাশ্রয়ের ভাবনা থেকে কম দামের সাধারণ পোশাকের চেয়ে অনেক দিন ব্যবহার করা যায় এমন পোশাকে ঝুঁকছে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায় বলে দাম আপাতত কিছুটা বেশি হলেও শেষ বিচারে তা সাশ্রয়ী। পাল্টা শুল্ককে কেন্দ্র করে ইউরোপ এবং নতুন বাজারে চীন ও ভারতের আগ্রাসী বাণিজ্য তো আছেই। এসব কারণে রপ্তানিতে গতি নেই। খুব শিগগির এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা নেই।

ইপিবির প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে তৈরি পোশাকের রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ কমেছে। আয় এসেছে দুই হাজার ২৯৮ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল দুই হাজার ৩৫৫ কোটি ডলার। অন্যদিকে একক মাস হিসেবে গত জানুয়ারি মাসে রপ্তানি কমেছে ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ। মাসটিতে আয় এসেছে ৩৬১ কোটি ডলার, যা গত বছরের জানুয়ারিতে ছিল ৩৬৬ কোটি ডলার। পোশাকের মধ্যে নিট বা গেঞ্জি জাতীয় পোশাকের রপ্তানি বেশি হারে কমেছে। নিটের রপ্তানি কমেছে ২ দশমিক ৬১ শতাংশ। ওভেনের কমেছে শূন্য দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।

রপ্তানি খাতের উল্লেখযোগ্য অন্য পণ্যের মধ্যে কৃষিপণ্যের রপ্তানি কমেছে ৭ শতাংশের মতো। তবে হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। ওষুধ রপ্তানি বেড়েছে ১৩ শতাংশের মতো। চামড়া ও চামড়া পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ৬ শতাংশ। পাট ও পাটপণ্যে ১২ শতাংশ, হোমটেক্সটাইলে ৫ শতাংশের মতো বেড়েছে রপ্তানি আয়।

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ★ ঢাকা।

সমকাল

0 3 FEB 2026

বাণিজ্য চুক্তিতে রাঁজি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র, কমছে শুল্ক

সমকাল ডেস্ক

অবশেষে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল সোমবার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এ ঘোষণা দেন তিনি। ট্রাম্প লেখেন, বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে দুই দেশ রাজি হয়েছে। এতে ভারতীয় পণ্যে শুল্ক ২৫ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হবে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। ট্রাম্প দাবি করেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধে রাজি হয়েছে ভারত। এর পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলা থেকে তারা তেল কিনবে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত ৫০ হাজার কোটি ডলার মূল্যের জ্বালানি, প্রযুক্তিসহ অন্যান্য জিনিস কিনবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্গিয়ো গর সোমবার সামাজিক মাধ্যমে জানান, নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাষ্ট্রদূতের ওই বার্তার পরই দুই দেশের বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে এ পোস্ট দেন।

এনডিটিভি জানিয়েছে, এ নিয়ে এক্সে পোস্ট দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তিনি 'ভারতের ১৪০ কোটি জনগণের পক্ষ থেকে' ধন্যবাদ জানান। মোদি লিখেন, 'আজ আমার প্রিয় বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে পেরে আনন্দিত। ভারতের তৈরি পণ্যের ওপর শুল্ক কমিয়ে এখন ১৮ শতাংশ করা হবে দেখে আমি আনন্দিত।'

নরেন্দ্র মোদি ও ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভারতীয় পণ্যে শুল্ক ২৫ থেকে কমে হচ্ছে ১৮ শতাংশ

তিনি লেখেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্ব বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শান্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে ভারত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। আমাদের অংশীদারিত্বকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য উন্মুখ।'

ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যচুক্তি করা নিয়ে অনেক দিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল। রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। ভারত নিজ অবস্থানে অটল থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যে শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা দেন ট্রাম্প। গত বছর ভারতীয় পণ্যের ওপর ট্রাম্পের কঠোর শুল্ক বৃদ্ধির পর এবার কমানোর নতুন ঘোষণাটি এলো।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো
0 3 FEB 2026

চলতি অর্থবছরের পণ্য রপ্তানি

২০২৪-২৫ **২,৮৯৭** কোটি ডলার

২০২৫-২৬ **২,৮৪১** কোটি ডলার

প্রবৃদ্ধি **-১.৯৩** শতাংশ

ছয় মাস ধরে রপ্তানি কমছে

মাস	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	প্রবৃদ্ধি (%)
জুলাই	৩৮২	৪৭৭	২৪.৯০
আগস্ট	৪০৩	৩৯২	-২.৯৩
সেপ্টেম্বর	৩৮০	৩৬৩	-৪.৬১
অক্টোবর	৪১৩	৩৮২	-৭.৪৩
নভেম্বর	৪১২	৩৮৯	-৫.৫৪
ডিসেম্বর	৪৬৩	৩৯৭	-১৪.২৫
জানুয়ারি	৪৪৪	৪৪১	-০.৫০

জুলাই-জানুয়ারি, কোটি ডলারে

শীর্ষ তিন খাতের রপ্তানি

জুলাই-জানুয়ারি, কোটি ডলারে

তৈরি পোশাক	২০২৪-২৫	২,৩৫৫
	২০২৫-২৬	২,২৯৮
	প্রবৃদ্ধি	-২.৪৩%
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	২০২৪-২৫	৬৭
	২০২৫-২৬	৭১
	প্রবৃদ্ধি	৫.৭১%
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	২০২৪-২৫	৬৭
	২০২৫-২৬	৬১
	প্রবৃদ্ধি	-৯.৮৮%

সূত্র : ইপিবি

ছয় মাস ধরে কমছে পণ্য রপ্তানি

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর

গত মাসে অবশ্য হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটপণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল পণ্য ও চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি বেড়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানি বেড়েছিল প্রায় ২৫ শতাংশ। এরপর আর কোনো মাসেই রপ্তানি বাড়েনি। সর্বশেষ জানুয়ারিতে রপ্তানি হয়েছে ৪৪১ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। এটি এখন পর্যন্ত এ অর্থবছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মাসিক রপ্তানি হলেও গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় দশমিক ৫০ শতাংশ কম। এ নিয়ে টানা ছয় মাস বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস পণ্য রপ্তানি আয় কমছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল সোমবার পণ্য রপ্তানির হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাস জুলাই-জানুয়ারিতে ২৮ দশমিক ৪১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৮৪১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ কম। গত অর্থবছরের ১২ মাসে মোট রপ্তানি হয়েছিল ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য।

জানুয়ারি মাসে হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল পণ্য ও চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি বেড়েছে। তবে প্রধান পণ্য তৈরি পোশাকসহ কৃষিপ্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে।

এদিকে পণ্য রপ্তানি কমলেও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরেক গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রবাসী আয় বেড়েছে। সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত জানুয়ারিতে ৩১৭ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে, যা ডিসেম্বর মাসে ছিল ৩২২ কোটি ডলার।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে সর্বোচ্চ ২ হাজার ২৯৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ কম। শুধু জানুয়ারিতে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৬১ কোটি ডলারের, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ কম।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি খাত চামড়া। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ৭১ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৩২ শতাংশ বেশি। জানুয়ারি মাসে পৌনে ১০ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৬ শতাংশ বেশি।

তৃতীয় বৃহত্তম খাত কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। সাত মাসে এ খাত থেকে রপ্তানি হয়েছে ৬১ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম। জানুয়ারিতে ৭ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

চতুর্থ অবস্থানে থাকা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে সাত মাসে আয় হয়েছে ৪৯ কোটি ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ বেশি। জানুয়ারি মাসে সাড়ে ৭ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এতে হয়েছে প্রবৃদ্ধি ১২ শতাংশ।

পঞ্চম শীর্ষ রপ্তানি খাত হোম টেক্সটাইল আয় করেছে ৫১ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি। জানুয়ারিতে রপ্তানি হয়েছে ৮ কোটি ৭১ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য, প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ৩১ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা, ৩০ কোটি ডলারের হিমায়িত খাদ্য, ১৭ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য ও ৩৭ কোটি ডলারের প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

কোন দেশে কত রপ্তানি

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৫২২ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেশি।

দ্বিতীয় বৃহৎ বাজার জার্মানিতে সাত মাসে রপ্তানি হয়েছে ২৮৫ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের বছরে ছিল ৩১৮ কোটি ডলার। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে ২৭৮ কোটি ডলার, স্পেনে ২২৫ কোটি ডলার ও নেদারল্যান্ডসে ১৪৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক চাহিদা কমেছে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনে অস্থিরতা হতে পারে—এমন শঙ্কায় কিছু ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রয়াদেশের একটি অংশ অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে সেসব ক্রয়াদেশ ফিরবে বলে আশা করা যায়।

বণিক বার্তা
0 3 FEB 2026

ট্যারিফ কমিশনকে বিজিএমইএর চিঠি

সুতা আমদানিতে শুল্কারোপ হলে পোশাক শিল্পে সংকট তৈরি হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ভারত থেকে সুতা আমদানি কমাতে বন্ড সুবিধা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর ফলে আমদানিতে আর শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে না। তবে সুতা আমদানিতে বিধিনিষেধ বা শুল্ক আরোপ হলে বাংলাদেশের নিট পোশাক শিল্পে মারাত্মক উৎপাদন সংকট, ব্যয় বৃদ্ধির চাপ এবং কর্মসংস্থানে সংকট তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। বন্ড সুবিধা বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য এরই মধ্যে ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনে চিঠি দিয়েছে সংগঠনটি।

গত ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর দেয়া এক চিঠিতে বিজিএমই বলছে, প্রস্তাবিত যেকোনো ধরনের সুতা আমদানি সীমাবদ্ধতা কেবল বাজারমূল্যের বিষয় নয়, বরং এটি পুরো রফতানি সরবরাহ ব্যবস্থায় কাঠামোগত উৎপাদন বাধা তৈরি করবে। বিজিএমইএ বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে ভারত থেকে সুতা আমদানিকে দেশীয় স্পিনারদের জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। তবে বাস্তবে নিট রফতানি খাতের কাঠামোগত প্রয়োজন থেকেই সুতা আমদানি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। নিট পোশাক উৎপাদনে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও ফাইবার, সার্টিফায়েড ও ট্রেসেবল কাঁচামাল, কম্বড ও কম্প্যাক্ট সুতা, দ্রুত লিডটাইম এবং ক্রেতাভিত্তিক কমপ্লায়েন্স শর্ত পূরণের জন্য আমদানীকৃত সুতার বিকল্প নেই। ফলে সুতা আমদানি দেশীয় স্পিনিংয়ের বিকল্প নয়, বরং রফতানি উৎপাদন সচল রাখার জন্য ভারসাম্য রক্ষাকারী উপাদান।

সুতা আমদানি পুরোপুরি বা কঠোরভাবে সীমিত করা হলে নিট রফতানি খাতে ১০-১৫ শতাংশ পর্যন্ত সুতা সংকট তৈরি হবে বলে আশঙ্কা করছে বিজিএমই। সংগঠনটি বলছে, এ ঘাটতি স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, প্রশাসনিক বণ্টন, দাম সমন্বয় বা জরুরি সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়। এর ফলে নিশ্চিত রফতানি আদেশ বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, উৎপাদন হ্রাস, নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং ইউনিট বন্ধ থাকা, ক্রেতা বাতিল, নগদপ্রবাহ সংকট এবং দ্রুত কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে। এতে কর্মসংস্থানের ঝুঁকিতে পড়বে প্রায় ২৫-৩০ লাখ মানুষ।

বিজিএমইএ বলছে, সুতার দামে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত ব্যয় বাড়বে প্রায় ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার, আর ২০ শতাংশ বাড়লে ব্যয় বাড়বে প্রায় ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। এ বাড়তি ব্যয় পোশাক খাতের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

পোশাক রফতানির বৈশ্বিক বাজারকে অত্যন্ত মূল্যসংবেদনশীল দাবি করে বিজিএমই বলছে, মাত্র ১-২ শতাংশ এফওবি মূল্যের পার্থক্য হলেই ক্রেতারা ক্রয়াদেশ অন্যত্র সরিয়ে নেয়। ফলে এমন ব্যয় বৃদ্ধি দ্রুত অর্ডার হারানো ও দীর্ঘমেয়াদে ক্রেতা সরে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করবে। এতে দেশীয় নিটিং মিল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সক্ষমতা ব্যবহার কমবে, একক উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, এসএমই কারখানা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ দুর্বল হয়ে পড়বে।

বণিক বার্তা

0 3 FEB 2026

ভারতীয় পণ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

বণিক বার্তা ডেস্ক ≡

যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মতির কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনার পর ট্রাম্প জানান, এ চুক্তির আওতায় ভারতীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কহার কমিয়ে ১৮ শতাংশে নামানো হবে। একই সঙ্গে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও নন-ট্যারিফ বাধা শূন্যে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। শুল্ক কমানোর ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

> নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্কহার কমিয়ে ১৮ শতাংশে নামানো হবে

ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেয়া এক পোস্টে জানিয়েছেন, আলোচনায় বাণিজ্যের পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও কথা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে সম্মত হয়েছেন এবং এর পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনিজুয়েলা থেকে তেল কিনবেন। এর ফলে দিল্লির বিরুদ্ধে রুশ তেল কেনার কারণে আরোপিত অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক জরিমানা তুলে নেয়া হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরো জানান, এ চুক্তির অংশ হিসেবে ভারত আগামী দিনে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের মার্কিন পণ্য কিনতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এসব পণ্যের মধ্যে থাকবে জ্বালানি, প্রযুক্তি, কৃষিপণ্য ও কয়লা। ট্রাম্পের মতে, এ সমঝোতা কেবল বাণিজ্যই নয়, বৈশ্বিক সংঘাত নিরসনেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেয়া বার্তায় চুক্তি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনীতি ও বৃহত্তম গণতন্ত্র একসঙ্গে কাজ করলে তা উভয় দেশের জনগণের জন্যই সুফল বয়ে আনে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে।'

উল্লেখ্য, গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করায় দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে টানাপড়েন তৈরি হয়েছিল এবং ভারতীয় রফতানি ব্যাপকভাবে কমে যায়। নতুন এ চুক্তিকে সেই উত্তেজনা প্রশমনের একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বণিক বার্তা
03 FEB 2026

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬ ■ মাঘ ২০, ১৪৩২

রফতানির শীর্ষ ১০ গন্তব্য ২০২৫-২৬ (জুলাই-জানুয়ারি)

(কোটি ডলার)

দেশ	২০২৪-২৫ জুলাই-জানু.	২০২৫-২৬ জুলাই-জানু.	প্রবৃদ্ধি %
যুক্তরাষ্ট্র	৫১৩.২৩	৫২১.৬৩	১.৬৪
জার্মানি	৩১৮.১৬	২৮৫.২২	-১০.৩৫
যুক্তরাজ্য	২৭০.৬৭	২৭৭.৯৫	২.৬৯
স্পেন	২১০.৯৪	২২৪.৭৯	৬.৫৭
নেদারল্যান্ডস	১৪১.০৭	১৪৫.৩৭	৩.০৫
ফ্রান্স	১৪৩.৬৪	১২৭.৮২	-১১.০১
পোল্যান্ড	১০৫.৫৮	১১৩.৩১	৭.৩২
ভারত	১১০.৯১	১০৫.৩৮	-৪.৯৮
ইতালি	১০১.৯৬	৯৬.৩৯	-৫.৪৬
কানাডা	৮৪.৩১	৮৮.৬১	৫.১০

সূত্র: ইপিবি

টানা ছয় মাস ধরে পণ্য রফতানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বিশ্ববাজারে পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এটা ছিল ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি। কিন্তু এর পরের ছয় মাসে টানা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে দেশের রফতানি খাতে। সর্বশেষ জানুয়ারিতে (২০২৬) নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক গতকাল প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাস অর্থাৎ জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত পণ্য রফতানির মোট অর্থমূল্য ছিল ২ হাজার ৮৪১ কোটি ৫ লাখ ২০ হাজার ডলার। গত অর্থবছরের একই সময় রফতানি হয় ২ হাজার ৮৯৬ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার ডলার। এ হিসাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রফতানি কমেছে ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ। বাংলাদেশের পণ্য রফতানির দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্য জার্মানিতে পণ্য রফতানি কমেছে ১০ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

সাত মাসে রফতানি হয়েছে ২৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য

জার্মানিতে পণ্য রফতানি কমেছে ১০ দশমিক ৩৫ শতাংশ

এদিকে ইপিবি জানিয়েছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে রফতানি কার্যক্রমে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীলতা লক্ষ করা গেছে। আর গত সাত মাসে পণ্য রফতানি হ্রাস বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতির প্রভাবকে প্রতিফলিত করছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে প্রধান রফতানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শীর্ষ রফতানি বাজার হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে। রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫২১ কোটি ৬৩ লাখ ৪০ হাজার ডলারে। এ সময়ে দেশটিতে রফতানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ, বছর ভিত্তিতে ৩ [illegible]

হিসেবে তাদের অবস্থান বজায় রেখেছে উল্লেখ করে ইপিবি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, অর্থবছরের সাত মাসে এ দুই দেশে রফতানি হয়েছে যথাক্রমে ২৮৫ কোটি ২২ লাখ ডলারের পণ্য। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয়েছিল ৩১৮ কোটি ১৬ লাখ ৬০ হাজার ডলারের পণ্য। এ হিসেবে দেশটিতে পণ্য রফতানি কমেছে ১০ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

তৃতীয় বৃহত্তম বাজার যুক্তরাজ্যে চলতি অর্থবছরের সাত মাসে পণ্য রফতানি হয়েছে ২৭৭ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার ডলারের। গত অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয়েছিল ২৭০ কোটি ৬৭ লাখ ২০ হাজার ডলারের। এ হিসাবে সাত মাসে যুক্তরাজ্যে পণ্য রফতানি বেড়েছে ২ দশমিক ৬৯ শতাংশ। যা প্রধান বৈশ্বিক বাজারগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের দৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ককে পুনরায় নিশ্চিত করে বলে জানিয়েছে ইপিবি। যদিও সংস্থাটির পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে শীর্ষ ১০ গন্তব্যের মধ্যে চারটিতেই ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বা রফতানি কমেছে।

তৈরি পোশাক খাত তার শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অবস্থান বজায় রেখেছে উল্লেখ করে ইপিবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পণ্যটির রফতানি হয়েছে ২ হাজার ২৯৮ কোটি ২ লাখ ডলারের। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এটি বৈশ্বিক বাজারে টেকসই চাহিদা ও খাতটির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিফলন।

ইপিবি জানিয়েছে, তৈরি পোশাক খাত বাদে শীর্ষ ছয়টি রফতানি খাত—চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং হিমায়িত মাছ। এসব পণ্যের পারফরম্যান্স মিশ্র ছিল জানিয়ে ইপিবি বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক, কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রবণতা দেখা

২০২৫-২৬
(জুলাই-জানুয়ারি)

জার্মানি	৩১৮.১৬	২৮৫.২২	-১০.৩৫
যুক্তরাজ্য	২৭০.৬৭	২৭৭.৯৫	২.৬৯
স্পেন	২১০.৯৪	২২৪.৭৯	৬.৫৭
নেদারল্যান্ডস	১৪১.০৭	১৪৫.৩৭	৩.০৫
ফ্রান্স	১৪৩.৬৪	১২৭.৮২	-১১.০১
পোল্যান্ড	১০৫.৫৮	১১৩.৩১	৭.৩২
ভারত	১১০.৯১	১০৫.৩৮	-৪.৯৮
ইতালি	১০১.৯৬	৯৬.৩৯	-৫.৪৬
কানাডা	৮৪.৩১	৮৮.৬১	৫.১০

টানা ছয় মাস ধরে পণ্য রফতানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি **২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম** মাস জুলাইয়ে **বিশ্ববাজারে** পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি **হয়েছিল** ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এটা ছিল ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি। কিন্তু এর পরের ছয় মাসে টানা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে দেশের রফতানি খাতে। সর্বশেষ জানুয়ারিতে (২০২৬) নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক গতকাল প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাস অর্থাৎ জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত পণ্য রফতানির মোট অর্থমূল্য ছিল ২ হাজার ৮৪১ কোটি ৫ লাখ ২০ হাজার ডলার। গত অর্থবছরের একই সময় রফতানি হয় ২ হাজার ৮৯৬ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার ডলার। এ হিসাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রফতানি কমেছে ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ। বাংলাদেশের পণ্য রফতানির দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্য জার্মানিতে পণ্য রফতানি কমেছে ১০ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

এদিকে ইপিবি জানিয়েছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে রফতানি কার্যক্রমে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীলতা লক্ষ করা গেছে। আর গত সাত মাসে পণ্য রফতানি হ্রাস বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতির প্রভাবকে প্রতিফলিত করছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে প্রধান রফতানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শীর্ষ রফতানি বাজার হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে। রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫২১ কোটি ৬৩ লাখ ৪০ হাজার ডলারে। এ সময়ে দেশটিতে রফতানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ, বছর ভিত্তিতে ৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং মাস ভিত্তিতে ২ দশমিক ২৪ শতাংশ বেড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যেও রফতানিতে ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

জার্মানি ও যুক্তরাজ্য যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম রফতানি গন্তব্য হিসেবে তাদের অবস্থান বজায় রেখেছে উল্লেখ করে ইপিবি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, অর্থবছরের সাত মাসে এ দুই দেশে রফতানি হয়েছে যথাক্রমে ২৮৫ কোটি ২২ লাখ ডলারের পণ্য। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয়েছিল ৩১৮ কোটি ১৬ লাখ ৬০ হাজার ডলারের পণ্য। এ হিসেবে দেশটিতে পণ্য রফতানি কমেছে ১০ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

> সাত মাসে রফতানি হয়েছে
> ২৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য
>
> জার্মানিতে পণ্য রফতানি কমেছে
> ১০ দশমিক ৩৫ শতাংশ

তৃতীয় বৃহত্তম বাজার যুক্তরাজ্যে চলতি অর্থবছরের সাত মাসে পণ্য রফতানি হয়েছে ২৭৭ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার ডলারের। গত অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয়েছিল ২৭০ কোটি ৬৭ লাখ ২০ হাজার ডলারের। এ হিসাবে সাত মাসে যুক্তরাজ্যে পণ্য রফতানি বেড়েছে ২ দশমিক ৬৯ শতাংশ। যা প্রধান বৈশ্বিক বাজারগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের দৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ককে পুনরায় নিশ্চিত করে বলে জানিয়েছে ইপিবি। যদিও সংস্থাটির পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে শীর্ষ ১০ গন্তব্যের মধ্যে চারটিতেই ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বা রফতানি কমেছে।

তৈরি পোশাক খাত তার শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অবস্থান বজায় রেখেছে উল্লেখ করে ইপিবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পণ্যটির রফতানি হয়েছে ২ হাজার ২৯৮ কোটি ২ লাখ ডলারের। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এটি বৈশ্বিক বাজারে টেকসই চাহিদা ও খাতটির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিফলন।

ইপিবি জানিয়েছে, তৈরি পোশাক খাত বাদে শীর্ষ ছয়টি রফতানি খাত—চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং হিমায়িত মাছ। এসব পণ্যের পারফরম্যান্স মিশ্র ছিল জানিয়ে ইপিবি বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক, কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত পণ্য এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য—এ খাতগুলো বছরওয়ারি ও মাসওয়ারি উভয় ক্ষেত্রেই প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

The Financial Express
03 FEB 2026

APPAREL ON DIVE UNDERCUT BY COMPETITORS

Bangladesh's exports on negative growth trajectory for months

RMG shipment fall in major EU countries pulls down total export turnover

FE REPORT

Bangladesh's merchandise-export earnings during the first seven months of the current fiscal year stayed on a negative growth trajectory as main earner garment shipments to major EU countries and other destinations contracted.

Germany and France are among the major destinations in the European Union (EU) where apparel faced a setback, being undercut by big peers in their shift away from the tariff-walled United States, industry sources said, as the latest export-performance results published.

The single-month merchandise-export earnings in January 2026 for the sixth consecutive month, on a year-on-year basis, also registered negative growth compared to the same month in 2025, according to the data released Monday by Export Promotion Bureau (EPB).

Bangladesh earned US$28.41 billion during the July-January period of the fiscal year 2025-26, reflecting 1.93-percent year-on-year negative growth against $28.96 billion in the corresponding period of last fiscal.

In the just-past month, January, the country's export earnings stood at $4.41 billion which was slightly or 0.50-percent lower than the earnings worth of $4.43 billion in January 2025.

Exports went on a year-on-year negative growth in August 2025, when the country recorded a 2.93-percent fall.

The climb-down was followed by a decline of 4.61 per cent, 7.43 per cent, 5.58 per cent and 14.25 per cent in September, October, November and December respectively.

Of the total January earnings, RMG fetched $3.61 billion, logging a 1.35-percent negative growth compared to that in the same month of 2025, the EPB data revealed.

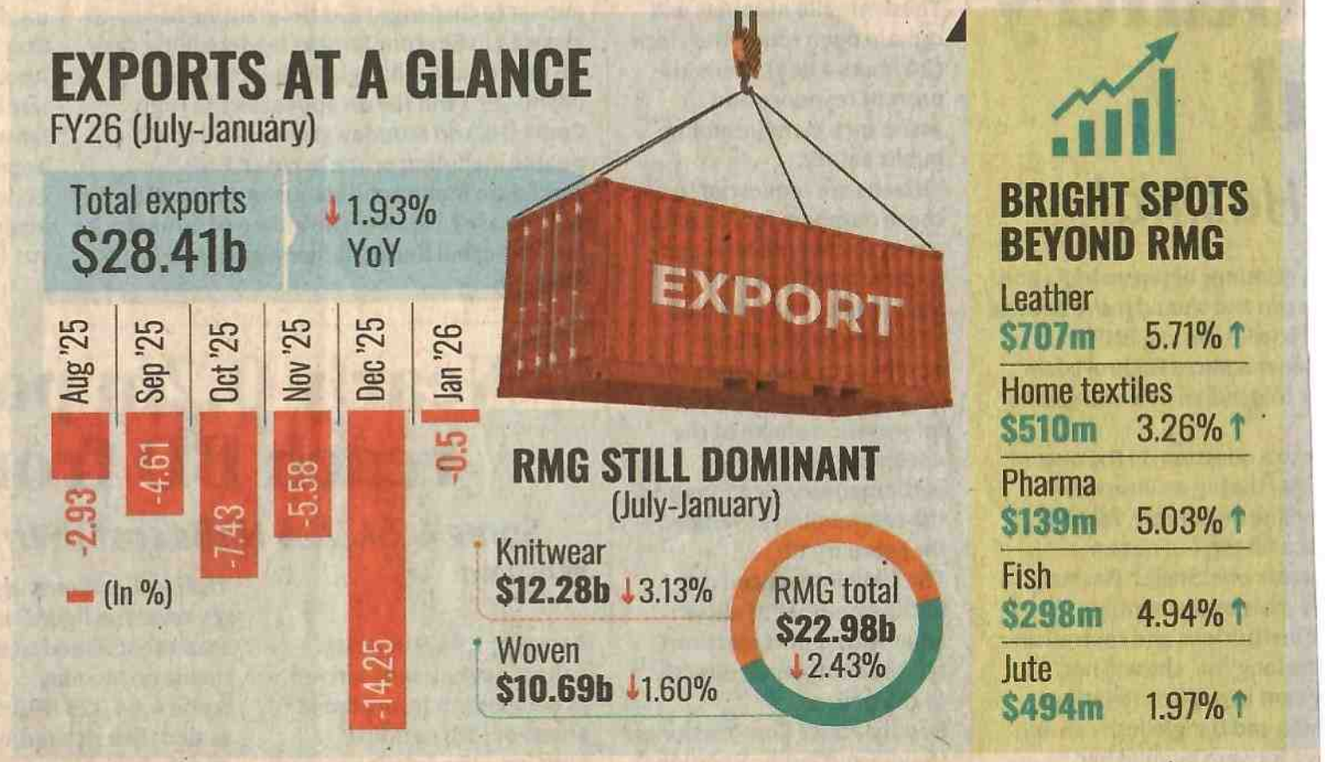

As usual, RMG maintained its leading position, contributing $22.98 billion-notwithstanding a 2.43-percent negative growth - to the total export earnings during the first seven months of the current fiscal year.

The US tariffs have changed the overall market dimension with decline in sales there and so decrease in placing work orders, exporters say.

Moreover, China and India to offset US tariff impacts are "snatching away the work orders by offering 'aggressively low rate'".

The Indian government has also incentivised

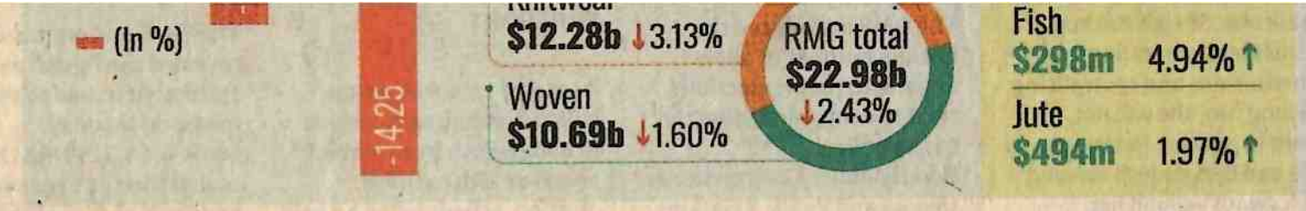

export earnings in January 2026 for the sixth consecutive month, on a year-on-year basis, also registered negative growth compared to the same month in 2025, according to the data released Monday by Export Promotion Bureau (EPB).

Bangladesh earned US$28.41 billion during the July-January period of the fiscal year 2025-26, reflecting 1.93-percent year-on-year negative growth against $28.96 billion in the corresponding period of last fiscal.

In the just-past month, January, the country's export earnings stood at $4.41 billion which.was slightly or 0.50-percent lower than the earnings worth of $4.43 billion in January 2025.

Exports went on a year-on-year negative growth in August 2025, when the country recorded a 2.93-percent fall.

The climb-down was followed by a decline of 4.61 per cent, 7.43 per cent, 5.58 per cent and 14.25 per cent in September, October, November and December respectively.

Of the total January earnings, RMG fetched $3.61 billion, logging a 1.35-percent negative growth compared to that in the same month of 2025, the EPB data revealed.

As usual, RMG maintained its leading position, contributing $22.98 billion-notwithstanding a 2.43-percent negative growth - to the total export earnings during the first seven months of the current fiscal year.

Within this clothing segment, knitwear exports fell by 3.13 per cent to $12.28 billion, while that of woven garments declined by 1.60 per cent to $10.69 billion.

Sources say while the strong performance in July reflects resilience, the slowdown since August highlights challenges for Bangladesh's export sector amid fluctuating global demand and evolving market dynamics.

Exporters, however, attribute the country's negative export growth to weakening global demand, the imposition of reciprocal tariffs by the United States and China's increased focus on markets where Bangladesh is competitive.

They also say cutthroat global competition, rising production costs, and ongoing geopolitical and trade uncertainties have created significant external pressures, contributing to the current challenges in Bangladesh's export performance.

Talking to the FE, Fazlul Hoque, former president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said December-to-February "is usually the season of summer orders compared to that of winter and previously there had been growth during the period". Export still was in negative territory which according to him is not good.

MA Rahim, vice chairman of DBL Group, says buyers usually hold some of their work orders before two to three months prior to the national election and they observe the situation for at least one month after election. He expects that buyers would come back with the orders they hold temporarily or shifted to other places once a stable political situation sustains after the election.

The US tariffs have changed the overall market dimension with decline in sales there and so decrease in placing work orders, exporters say. Moreover, China and India to offset US tariff impacts are "snatching away the work orders by offering 'aggressively low rate'".

The Indian government has also incentivised with new packages to support its exporters targeting US high tariffs whereas Bangladesh government has been withdrawing the given benefits, including cuts in incentives "in the name of LDC graduation", they lament.

They, however, expect good days ahead after the national elections, saying that the situation might change with elected government provided with required and expected policy supports in consultation with businesses.

The July-January breakdowns show home-textile exports rose 3.26 per cent year on year to $509.97 million.

Leather and leather products earned $707.24 million, up 5.71 per cent.

The agricultural sector saw a 9.88-percent negative growth to $607.28 million.

Jute and jute goods exports reached $493.85 million, marking 1.97-percent growth during the period of 2025-26 fiscal.

Frozen and live fishes recorded 4.94-percent growth to fetch $297.56 million during the first seven months of fiscal 2025-26.

Pharmaceutical exports grew by 5.03 per cent to $139.10 million.

Meantime, Bangladesh's overall exports to its major billion-dollar destinations like Germany, France, Italy, Denmark, India and Japan fell 10.35 per cent, 11 per cent, 5.46 per cent, 10.40 per cent, 4.98 per cent and 2.78 per cent during the July-January period of 2025-26.

In FY25, Bangladesh exports fetched $48.28 billion, riding on $39.34 billion earnings from RMG.

Munni_fe@yahoo.com

The Financial Express

0 3 FEB 2026

RMG export at risk for Ctg port strike

FE REPORT

- Port workers extend strike for fourth day today
- BGMEA urges action to resolve deadlock

Operational activities at Chattogram Port, the country's prime seaport, remained at a standstill for a third consecutive day on Monday as port workers continued their protest against the planned lease of the New Mooring Container Terminal (NCT) to Dubai-based DP World.

The ongoing suspension of all cargo handling activities at the port has created a severe crisis for the country's import-export operations, particularly for the ready-made garment (RMG) sector, industry leaders warned.

They also called for urgent action to resolve the deadlock and restore normal port operations.

The work stoppage at the port began on January 31, resulting in the complete paralysis of port operations. Loading and unloading of goods, including containers and bulk cargo, have been suspended for three days. Workers at all levels of the port-dock workers, terminal staff, and truck drivers-have joined the strike.

Expressing grave concern over disruptions to port operations, BGMEA Acting President Selim Rahman, in a letter to Chattogram Port Authority Chairman Rear Admiral S M Moniruzzaman on Monday, urged immediate steps to restore smooth operations.

The disruption has nearly halted the import and export operations of the RMG sector, which is time- and season-sensitive, Rahman said in his letter, noting that timely import of raw materials, production, and shipment within buyers' lead time are critically important. Failure to meet these deadlines exposes exporters to significant financial losses.

The BGMEA letter said that the ongoing protest by port workers has created deep uncertainty, putting current export orders at risk and raising fears of further delays.

In response to the growing crisis, BGMEA urged the authorities to take immediate steps to resolve the situation, including holding talks with all stakeholders involved to bring an end to the protests and restore normal port operations in order to ensure the uninterrupted flow of RMG-related imports and exports.

Meanwhile, the Port Protection Movement Committee, which is spearheading the strike at the Chittagong port, on Monday called an additional 24-hour work stoppage for today (Tuesday) to press home their demand.

The workers are demanding that the government halt the process of lease agreement, which they say threatens the interests of the port and its workers by allowing a foreign company to manage a vital part of the country's primary seaport.

In the port city, the police intercepted a 'black-flag' procession organised by the Sramik Karmachari Oikya Parishad (SKOP) in support of the work stoppage.

Hundreds of activists gathered at Agrabad Badamtali area and began marching towards the port, but were stopped near the Jamuna Building by the law enforcers. In response, protesters staged a sit-in and announced plans for a port blockade at 11 am on Tuesday.

Leaders of SKOP, including Comrade Tapon Dutta, Iftekhar Kamal Khan, and Nur Ullah Bahar, led the procession.

At a press conference in Chattogram on Monday, Humayun Kabir, Coordinator of the Port Protection Movement Committee, said workers had "spontaneously" ceased work in all areas of the port, including jetties and the outer anchorage.

"No goods or containers have been loaded or unloaded, and no vehicles have entered the port since January 31. The workers have joined the protest programme spontaneously. But instead of engaging in dialogue with the workers, the administration is issuing one repressive transfer order after another," he said.

The committee's planned 24-hour work stoppage will continue from 8am to 4pm on Tuesday, and they have warned that the protest will extend beyond that if the government does not halt the process of handing over the NCT to a foreign operator.

Speaking to The Financial Express, BGMEA Director Rakibul Alam Chowdhury said that resolving the crisis caused by the suspension of port operations and restoring normal import-export activities has become extremely urgent.

He emphasised that Chattogram Port is the largest gateway for the garment sector, with both raw material imports and exports of finished garments and other products fully dependent on the port.

"If import activities are disrupted, the entire production chain is affected, which directly impacts exports. That is why uninterrupted and normal import and export operations are absolutely essential," Mr. Chowdhury said.

According to him, the ongoing work stoppage has already put exporters' running shipment orders at risk, exposing them to significant financial losses.

He warned that the situation could further damage Bangladesh's image in the international market, especially at a time when global competition is intensifying and export orders are already under pressure.

The BGMEA director also pointed out that port charges have recently been increased. Given the current operational paralysis, he said the enhanced charges, including demurrage and detention, should be temporarily waived or suspended; otherwise, businesses will face additional financial strain.

He cautioned that prolonged disruption could lead to severe container congestion in the future. With export operations currently limited to a short window-from 4:00pm to 10:00pm-the logistical pressure is expected to intensify further.

"If shipments cannot be completed within the stipulated time, exporters may be forced to resort to air shipments, which would significantly increase production and logistics costs," he said.

Fazle Ekram Chowdhury, Chairman of the Chittagong Port Berth Operators Association, said, "Efforts to book workers for assignments have failed as labourers continue to refuse work.

Meanwhile, employees are observing a 'pen-down' strike, halting administrative processes, resulting in a complete standstill of port activities."

Meanwhile, the Chittagong Port Authority (CPA) has transferred a total of 16 workers to the Dhaka Inland Container Depot (ICD) and Narayanganj's Pangaon terminal.

newsmanjasi@gmail.com
nazimuddinshyamol@gmail.com

The Financial Express

0 3 FEB 2026

Call to turn light engineering sector into export-oriente

Say stakeholders at the inauguration of Light Engineering Expo

Stakeholders have stressed the need for coordinated and strategic efforts to transform Bangladesh's light engineering sector into a more export-oriented and competitive industry, positioning it as a key driver of the country's next phase of industrialisation.

With Bangladesh set to graduate from least-developed country status and gradually lose duty-free market access, the speakers emphasised the urgency of strengthening capacity, upgrading technology, and ensuring effective policy support for the sector, reports BSS.

The remarks were made at the inauguration of the three-day 2nd Bangladesh Light Engineering Expo 2026, organised by the Bangladesh Engineering Industry Owners Association (BEIOA), which began in the capital on Monday.

The expo will run until February 4 and remain open daily from 11:00 am to 7:00 pm, showcasing the latest technologies, components, machinery, and innovative products from the country's light engineering sector.

Speaking as the chief guest, Md Abdur Rahim Khan, additional secretary and project director of the Export Competitiveness for Jobs (EC4J) project, said that although development issues across various sectors had long been discussed and studied, the expected outcomes had not been fully realised.

He observed that, globally, light engineering products play a critical role in shifting export structures, but Bangladesh has failed to capitalise on this opportunity over the past five decades.

"Gradually, we moved from agriculture to manufacturing and became deeply involved in textiles and readymade garments. But, the next step – light engineering – has not seen the kind of transition it should have," he said.

With appropriate policy support, technological advancement, and increased investment, exports from the light engineering sector could reach $12.56 billion by 2030

Khan noted that Bangladesh is scheduled to graduate from LDC status in November this year, after which duty-free access for Bangladeshi products will begin to phase out – starting in some countries as early as 2026 and in others from 2029.

He added that while the country should ideally have built stronger capacities by now, time has not yet fully run out.

"We still have adequate time. We must strengthen the capacity of institutions responsible for implementing government policies, while entrepreneurs need to further activate management efficiency, innovation, and research," he said.

He further said that under the EC4J project, a technology centre was being established in Gazipur to support capacity building and encouraged industry players to make full use of its facilities.

As a special guest, Hosna Ferdous Sumi, senior private sector specialist (finance, competitiveness, and investment) World Bank, said that under the EC project, the World Bank was provid wide range of support to enhance t competitiveness of the light engin sector.

She highlighted that alongside exp markets, the domestic market – v at around $8 billion – also present significant opportunity for the sec "The biggest challenge we face, b local and international markets, is product quality and whether prod are truly serving their intended purpose," she said.

In his address as chair, Abdur Razz president of BEIOA, said that the li engineering sector provides critic backward linkages to agriculture, textiles, construction, power, automobile, and household applia industries.

He said that Bangladesh currently

The Financial Express

0 3 FEB 2026

...urn light engineering sector into export-oriented industry

... at the inauguration of Light Engineering Expo

...e need for ...orts to ...e export-...ustry, ...f the ...ate from ...us and ...ket access, ...urgency of ...ading ...ective ...reports ...e ...y 2nd ...g Expo ...adesh ...egan in the

The expo will run until February 4 and remain open daily from 11:00 am to 7:00 pm, showcasing the latest technologies, components, machinery, and innovative products from the country's light engineering sector.

Speaking as the chief guest, Md Abdur Rahim Khan, additional secretary and project director of the Export Competitiveness for Jobs (EC4J) project, said that although development issues across various sectors had long been discussed and studied, the expected outcomes had not been fully realised.

He observed that, globally, light engineering products play a critical role in shifting export structures, but Bangladesh has failed to capitalise on this opportunity over the past five decades.

"Gradually, we moved from agriculture to manufacturing and became deeply involved in textiles and readymade garments. But, the next step – light engineering – has not seen the kind of transition it should have," he said.

With appropriate policy support, technological advancement, and increased investment, exports from the light engineering sector could reach $12.56 billion by 2030

Khan noted that Bangladesh is scheduled to graduate from LDC status in November this year, after which duty-free access for Bangladeshi products will begin to phase out – starting in some countries as early as 2026 and in others from 2029.

He added that while the country should ideally have built stronger capacities by now, time has not yet fully run out.

"We still have adequate time. We must strengthen the capacity of institutions responsible for implementing government policies, while entrepreneurs need to further activate management efficiency, innovation, and research," he said.

He further said that under the EC4J project, a technology centre was being established in Gazipur to support capacity building and encouraged industry players to make full use of its facilities.

As a special guest, Hosna Ferdous Sumi, senior private sector specialist (finance, competitiveness, and investment) at the World Bank, said that under the EC4J project, the World Bank was providing a wide range of support to enhance the competitiveness of the light engineering sector.

She highlighted that alongside export markets, the domestic market – valued at around $8 billion – also presents a significant opportunity for the sector.

"The biggest challenge we face, both in local and international markets, is product quality and whether products are truly serving their intended purpose," she said.

In his address as chair, Abdur Razzaque, president of BEIOA, said that the light engineering sector provides critical backward linkages to agriculture, textiles, construction, power, automobile, and household appliance industries.

He said that Bangladesh currently has around 50,000 small and medium light engineering enterprises, employing nearly 300,000 skilled workers, with the sector contributing about 3 per cent to national GDP.

He also said that the sector meets nearly half of the country's $8.2 billion domestic demand and produces around 3,800 types of machinery, spare parts, dies, and moulds. However, significant reliance on imported machinery and components still remains, indicating substantial scope for expansion.

Globally, the engineering products market is estimated at around $7 trillion, yet Bangladesh's share remains below 1 per cent. At present, exports from the light engineering sector stand at approximately $795 million. With appropriate policy support, technological advancement, and increased investment, exports could reach $12.56 billion by 2030, he said.

The Daily Star
03 FEB 2026

Exports hold steady in January

Shipments fell slightly by 0.50% YoY to $4.41b as cautious foreign orders ahead of polls weighed on export earnings

REFAYET ULLAH MIRDHA

The country's merchandise exports held nearly steady in January, with shipments totalling $4.41 billion, down 0.50 percent year-on-year, according to Export Promotion Bureau (EPB) data.

A slow recovery in the global supply chain and cautious order placement by international clothing retailers ahead of the general election weighed on growth.

This was the sixth consecutive month exports remained on a downward trend, according to EPB. On a month-on-month basis, however, January shipments rose 11.22 percent from $3.96 billion in December.

During the first seven months of the current fiscal year, exports declined 1.93 percent to $28.41 billion compared with the same period last year.

During the July-January period of FY26, garment shipments, the key point of the country's trading might, fell 2.43 percent to $22.98 billion. Knitwear exports dropped 3.13 percent to $12.28 billion, while woven garment shipments fell 1.60 percent to $10.69 billion.

Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), expressed hope

election year, it is a normal practice by the international retailers and brands usually before the election," he said.

"We are hopeful that a positive change in placing of work orders by the retailers and brands after the election," Khan told The Daily Star over phone yesterday.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said exports are expected to pick up strongly from June this year as retailers and brands begin placing orders after February.

Exporters say merchandise shipments from most major countries fell in recent months due to volatility in the global supply chain triggered by US President Trump's reciprocal tariffs on multiple nations.

The supply chain has been gradually stabilising as the tariffs have been fixed and implemented.

Performance among the top six export sectors outside garments, such as leather and leather goods, jute and jute products, agro and agro-processed items, home textiles, light engineering, and frozen fish, showed mixed results, EPB said.

Leather and leather goods, jute and jute products, home textiles, plastics, and light engineering recorded

downward trend, according to EPB. On a month-on-month basis, however, January shipments rose 11.22 percent from $3.96 billion in December.

During the first seven months of the current fiscal year, exports declined 1.93 percent to $28.41 billion compared with the same period last year.

During the July-January period of FY26, garment shipments, the key point of the country's trading might, fell 2.43 percent to $22.98 billion. Knitwear exports dropped 3.13 percent to $12.28 billion, while woven garment shipments fell 1.60 percent to $10.69 billion.

Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), expressed hope for a rebound after the country's general election on February 12.

"Because the international clothing retailers and brands did not place their full work orders considering the orders after February.

Exporters say merchandise shipments from most major countries fell in recent months due to volatility in the global supply chain triggered by US President Trump's reciprocal tariffs on multiple nations.

The supply chain has been gradually stabilising as the tariffs have been fixed and implemented.

Performance among the top six export sectors outside garments, such as leather and leather goods, jute and jute products, agro and agro-processed items, home textiles, light engineering, and frozen fish, showed mixed results, EPB said.

Leather and leather goods, jute and jute products, home textiles, plastics, and light engineering recorded growth both year-on-year and month-on-month.

Among key destinations, the United States remained Bangladesh's top export market, with shipments worth $5.24 billion in July-January. Exports to the US rose 1.64 percent over the same period, 3.59 percent year-on-year, and 2.24 percent month-on-month.

Exports to other leading markets, including the European Union, also showed positive trends.

Germany and the United Kingdom retained second and third positions, with earnings of $2.85 billion and $2.7 billion respectively.

Great Britain, Spain, and the Netherlands also recorded growth both year-on-year and month-on-month.

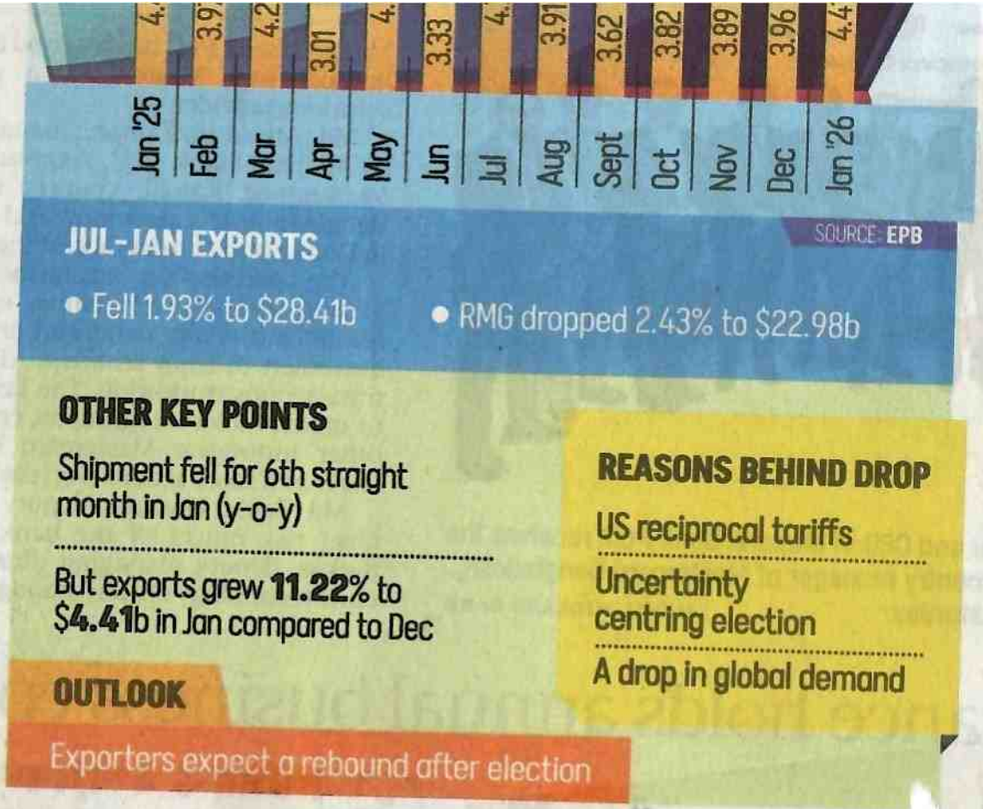

During the July-January period, frozen food exports rose 4.94 percent to $297.56 million, while home textile shipments grew 3.26 percent to $509.97 million.

Jute and jute goods exports increased 1.97 percent to $493.85 million, and leather and leather goods exports rose 5.71 percent to $707.24 million.

Ceramics exports fell 20.91 percent to $17.63 million, and non-leather footwear shipments declined 2.06 percent to $311.53 million.

Cotton products also saw a drop, falling 17.28 percent to $305.57 million over the same period, EPB data showed.

Md Abul Hossain, chairman of the Bangladesh Jute Mills Association (BJMA), said the jute sector had been performing well because local millers can export more finished goods than raw jute.

"The value of finished goods is higher than raw jute, and the rate of value addition is also higher," he said.

Hossain urged the government to continue the ban on raw jute exports, which was imposed in September last year.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
0 3 FEB 2026

Light engineering fails to emerge as export frontier

Says commerce ministry official

STAR BUSINESS REPORT

After agriculture and readymade garments, light engineering should have been Bangladesh's next export frontier, but that transition has yet to take place, said Md Abdur Rahim Khan, additional secretary at the commerce ministry.

The sector has remained underdeveloped for decades, limiting the country's ability to diversify its export base, he said at the inauguration of the three-day 2nd Bangladesh Light Engineering Expo 2026, which began in Dhaka yesterday, according to a press release.

Bangladesh has failed to capitalise on the global potential of light engineering products, said Khan, who is also additional secretary and project director of the Export Competitiveness for Jobs (EC4J) project.

He added that Bangladesh's graduation from least-developed country (LDC) status in November will gradually lead to the erosion of trade preferences, making capacity building, technological upgrading and effective policy implementation increasingly urgent.

"We still have time. We must strengthen the capacity of institutions responsible for implementing government policies, while entrepreneurs need to further enhance management efficiency, innovation and research," he said.

Khan also urged stakeholders not to focus solely on exports but to give equal importance to domestic demand. Referring to domestic purchasing power, he said that at least 25 percent of Bangladesh's population has considerable purchasing power, showing a sizeable domestic market.

Hosna Ferdous Sumi, an official at the World Bank, said the domestic market -- valued at about $8 billion -- offers significant opportunities, but product quality remains the biggest challenge in both local and export markets.

The light engineering sector employs around 300,000 workers across nearly 50,000 enterprises and contributes about three percent to national GDP, said Abdur Razzaque, president of the Bangladesh Engineering Industry Owners Association (BEIOA).

Exports from the sector currently stand at $795 million but could reach $12.56 billion by 2030 with appropriate policy support, investment and technological advancement, he said.

Razzaque added that proper implementation of the recently formulated Light Engineering Industry Development Policy, particularly its time-bound action plans, could play a crucial role in export diversification.

Describing the expo as more than a display event, he said it serves as an effective sourcing and networking platform, connecting manufacturers, buyers, suppliers, investors and policymakers, and facilitating technology transfer, business deals and access to global markets.

He also outlined key policy proposals, including the establishment of dedicated light engineering zones; support for technology transfer and research; reduced duties on raw material imports; simplified patent and design protection; training programmes for women and youth; cash incentives; and preferential access to bank financing.

Organised by BEIOA, the expo will continue until February 4 and remain open daily from 11:00am to 7:00pm, showcasing the latest technologies, components, machinery and innovative products from the country's light engineering sector.

Abdur Rashid, senior vice-president of BEIOA, and Raju Ahmed, vice-president, along with other central directors, representatives from the EC4J project and officials from the Ministry of Commerce, were also present at the inauguration event.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

Non-garment exports grow, but RMG slowdown slashes total shipments

EXPORT – BANGLADESH

TBS REPORT

Businesses say foreign buyers reduce orders before and after elections

Bangladesh's export earnings remained largely stagnant in the first seven months of the current fiscal year as a sustained slowdown in garment shipments continued to outweigh incremental gains in non-readymade garment sectors, reflecting the economy's dependence on a single export pillar.

According to data from the Export Promotion Bureau (EPB), exports during July-January FY26 stood at $28.41 billion, registering a 1.93% year-on-year decline, even as shipments rebounded 11.22% month-on-month in January.

Readymade garments (RMG), which account for about 81% of Bangladesh's export basket, recorded a 2.43% year-on-year fall during the period, exerting downward pressure on overall export performance despite moderate growth in several non-RMG segments, including engineering products, leather goods, jute items, frozen fish and home textiles.

Export earnings from the RMG sector amounted to $22.98 billion in the July-January period, down from a year earlier. Within the segment, knitwear exports declined by 3.13%, while woven garment shipments fell 1.60%, reflecting weak demand and continued price pressures in major markets.

In contrast, non-RMG exports posted relatively stronger growth, though from a much smaller base. EPB data show that engineering product exports rose by nearly 26%, driven by sharp increases in bicycle exports (31%) and electrical products (26.8%).

Exports of leather and leather goods increased 5.7%, while home textile shipments grew 3.3% and jute and jute goods exports edged up by just over 2% during the period.

Fazle Ehsan Shamim, vice president of the BKMEA, told The Business Standard that exports have slowed due to both global and domestic factors.

"The US's reciprocal tariff on Bangladeshi products reduced orders, while Indian and Chinese exporters gained greater access to the EU market, affecting Bangladesh's garment shipments," he said.

Shamim also cited domestic political uncertainty ahead of elections, which led major buyers to cut orders by 20-30% to avoid delivery risks.

MA Rahim Firoz, vice chairman of DBL Group, said historical experience shows that foreign buyers often reduce orders before and after elections – a trend observed for the past 30 years. He predicted this pattern would continue over the next two months, with significant growth only expected from April.

Exports decline for 6th consecutive month

Bangladesh's exports fell in January 2026, continuing a six-month streak of year-on-year declines. Export earnings reached $4.41 billion, down 0.50% from $4.43 billion in January 2025, EPB data shows.

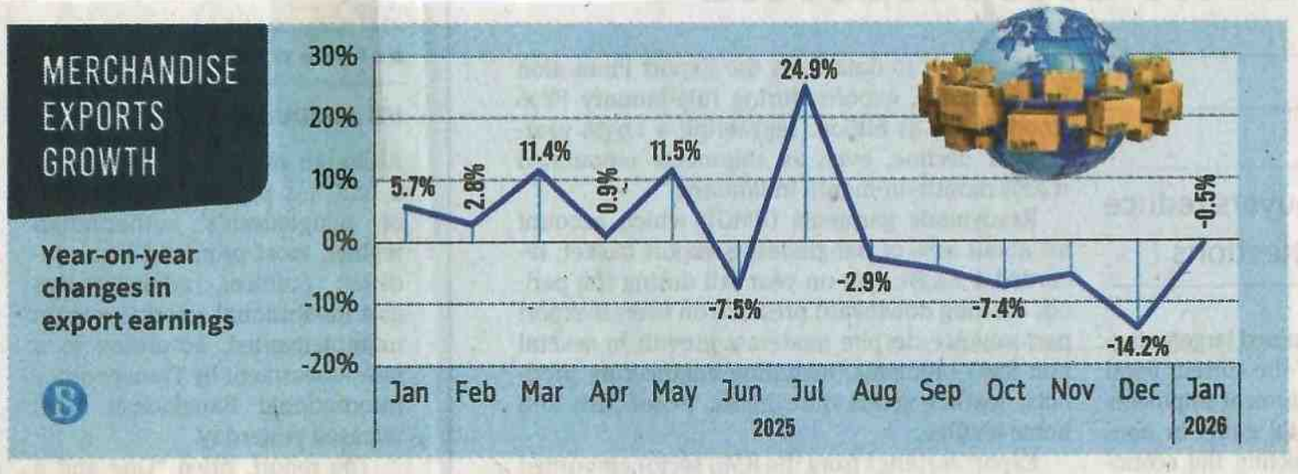

Industry sources noted that such consecutive point-to-point declines have not been seen since the global Covid-19 lockdowns in 2020, when shipments were disrupted worldwide.

Data further show that exports in the first month of FY26, July 2025, stood at $4.77 billion. The following months recorded $3.91 billion in August, $3.62 billion in September, $3.82 billion in October, $3.89 billion in November, and $3.96 billion in December.

This indicates a significant drop in exports from the levels seen at the start of the fiscal year. Last July, the US imposed reciprocal tariffs on Bangladeshi products, putting pressure on the country's largest export market, which in turn affected other markets. Conditions gradually improved in subsequent months. For comparison, in FY25, exports were $3.82 billion in July, $4.03 billion in August, $3.80 billion in September, $4.13 billion in October, $4.12 billion in November, and $4.62

The Business Standard

0 3 FEB 2026

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

ment exports
t RMG slowdown
otal shipments

uyers reduce
elections

nained largely stag-
f the current fiscal
garment shipments
ntal gains in non-
flecting the econo-
ort pillar.

According to data from the Export Promotion Bureau (EPB), exports during July-January FY26 stood at $28.41 billion, registering a 1.93% year-on-year decline, even as shipments rebounded 11.22% month-on-month in January.

Readymade garments (RMG), which account for about 81% of Bangladesh's export basket, recorded a 2.43% year-on-year fall during the period, exerting downward pressure on overall export performance despite moderate growth in several non-RMG segments, including engineering products, leather goods, jute items, frozen fish and home textiles.

Export earnings from the RMG sector amounted to $22.98 billion in the

The Business Standard

03 FEB 2026

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

while Indian and Chinese exporters gained greater access to the EU market, affecting Bangladesh's garment shipments," he said.

Shamim also cited domestic political uncertainty ahead of elections, which led major buyers to cut orders by 20-30% to avoid delivery risks.

MA Rahim Firoz, vice chairman of DBL Group, said historical experience shows that foreign buyers often reduce orders before and after elections – a trend observed for the past 30 years. He predicted this pattern would continue over the next two months, with significant growth only expected from April.

Exports decline for 6th consecutive month

Bangladesh's exports fell in January 2026, continuing a six-month streak of year-on-year declines. Export earnings reached $4.41 billion, down 0.50% from $4.43 billion in January 2025, EPB data shows.

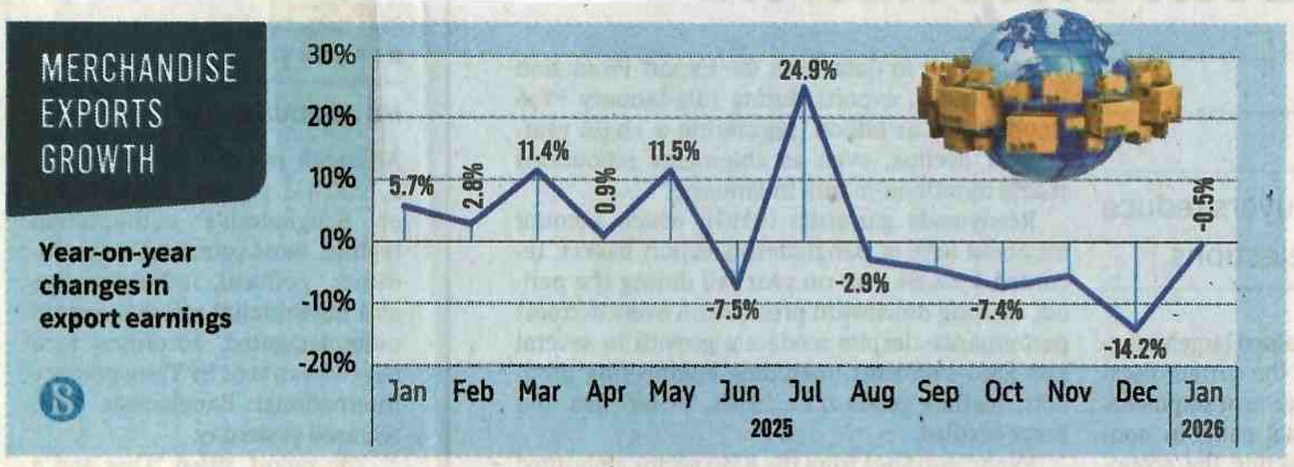

Industry sources noted that such consecutive point-to-point declines have not been seen since the global Covid-19 lockdowns in 2020, when shipments were disrupted worldwide.

Data further show that exports in the first month of FY26, July 2025, stood at $4.77 billion. The following months recorded $3.91 billion in August, $3.62 billion in September, $3.82 billion in October, $3.89 billion in November, and $3.96 billion in December.

This indicates a significant drop in exports from the levels seen at the start of the fiscal year. Last July, the US imposed reciprocal tariffs on Bangladeshi products, putting pressure on the country's largest export market, which in turn affected other markets. Conditions gradually improved in subsequent months. For comparison, in FY25, exports were $3.82 billion in July, $4.03 billion in August, $3.80 billion in September, $4.13 billion in October, $4.12 billion in November, and $4.62 billion in December.

RMG exports show slight decline

The country's main export product, ready-made garments, fell 1.35% year-on-year in January. RMG shipments amounted to $3.61 billion, down from $3.66 billion in January 2025. However, RMG exports rose 11.77% compared with December 2025.

Exports to Germany, France, Italy, Japan, Denmark, Australia, Sweden, Belgium, and Turkey declined in January compared with December. By contrast, shipments increased to the US, UK, Spain, Netherlands, Poland, India, Canada, China, UAE, and Saudi Arabia.

Exports to India grew the most, rising 19.23% month-on-month to $166 million in January, up from $127 million in December. Despite this, cumulative exports to India in the first seven months (July-January) fell 4.98% to $1.05 billion, down from $1.10 billion in the same period of FY25.